চিন্তার পরিবর্তন

শুদ্ধতার দিকে প্রত্যাবর্তনের বার্তা

মুস্তাফিজ ইবনে আনির

হাসন্ত
প্রকাশন

টুকরো কথা

ইসলামি বইমেলা নিয়ে আমার খুব একটা উৎকণ্ঠা নেই। এর বিশেষ কারণ হলো, ৯২% মুসলমানের ছাব্বিশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের দেশে ইসলামি বইমেলার জন্য ছোট্ট পরিসরেও একটি মাঠ মিলে না। বাইতুল মুকাররমের সম্মুখে অল্প কটি দোকান সাজিয়ে নাম দেওয়া হয় জাতীয় বইমেলা!

ইসলামি মেলাকে ঘিরে প্রকাশকদের চাওয়া-পাওয়ার যেন অন্ত নেই। তাদের কজন যোগাযোগ করেন আমার সাথে। ইসলামি বইমেলা উপলক্ষ্যে একটি বই আনতেই হবে। আমার হাতে তখন পাঁচটি বইয়ের কাজ; যা ইতোমধ্যেই জমা দেওয়া আবশ্যক। প্রকাশিতব্য বইগুলো উপেক্ষা করে ছোট্ট একটি পাণ্ডুলিপি সাজালাম। যেখানে অল্প কথায় পুরো বিষয়বস্তু বিরাজমান রাখলাম। কথা অল্প, বিষয়বস্তু বিস্তারিত।

কথাগুলো সাজিয়েছি কুরআন-হাদিস এবং ইতিহাস পর্যবেক্ষণে। আশা করছি পাঠকগণ এতে খোরাক পাবেন। কোনো অংশ বুঝতে হয়তো কয়েকবার পড়তে হতে পারে। পড়ার অনুরোধ। তবুও আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ। ভুলের ঊর্ধ্বে নই। পাণ্ডুলিপির কোনো স্থানে অসংগতি অনুভব হলে সহৃদয় পাঠকগণ শোধরানোর সুযোগ করে দেবেন। কবুল করুন আল্লাহ! ভালোবাসা এক আকাশ!

মুস্তাফিজ ইবনে আনির
ইসলামি লেখক, গবেষক শিক্ষক ও লেকচারার
৮-১০-২৩

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও উত্তম আদর্শ-মানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এ কথায় দ্বিমত করে না কোনো বিধর্মীও। ঐক্যবদ্ধ সংলাপ আর জীবনাল্লেখ্যে তিনিই সেরা। সকলেই সাক্ষ্য প্রদান করেন উক্ত মন্তব্যের। তারপরও কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে পছন্দের মাপকাঠিতে রাখে না সবাই। ব্যর্থ হয় অনেকেই। অপছন্দ করে বহুজন। তাহলে আপনি আমি কী করে ভাবি, সবাই আমাকে পছন্দ করুক, ভালোবাসুক, বিশ্বাসের চাদরে আগলে রাখুক? চিন্তার পরিবর্তন চাই!

সংগ্রাম

বৃহৎ একটি জীবন-কল্যাণের নাম।

উত্তম মানুষের রক্ত প্রবাহিত ব্যতীত পৃথিবীর কোনো অংশে এটুকু জমিনের ইতিহাস সংস্করণ করতে পারেনি কেউ। ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে—ইতিহাস পরিবর্তন ঘটাতে রক্ত প্রবাহের বিকল্প নেই।

তাহলে আমরা কীভাবে ভাবলাম, গৃহে অবস্থানে, শয়নে উপবিষ্ঠে আর বিকট শব্দের উচ্চৈঃস্বরে বক্তব্য দিয়ে ফেসবুক-অনলাইনে দু-চার কথা লিখে সংগ্রাম সাজিয়ে ইতিহাস পরিবর্তন করব! চিন্তার পরিবর্তন চাই। ঘুমন্ত জাতি দিয়ে ইতিহাস লেখা যায়, কিন্তু পরিবর্তন করা যায় না।

ভালোবাসা

জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ দিয়ে কাউকে ভালোবাসলেন।
প্রেমের বাঁধন আর বিশ্বাসের চাদরে শক্ত করে মুড়ালেন।
সে আমার।
আমারই হবে।
পাথর খুদাই করে কলিজায় তার নাম লিখলেন।
প্রতিজ্ঞা করে দুজনেই আগামীর জন্য লম্বা স্বপ্ন লালন করলেন।
কিন্তু সে আপনার হলো না।
জীবনের পরিক্রমায় অনিবার্য কারণে তাকে হারিয়ে ফেললেন।
তারপর!
তারপর বিশাল এক বেদনার সাগরে ডুব দিলেন।
বিষাক্ত হলেন।
অতলস্পর্শে ডুবে রইলেন।
দুটি জীবন একত্র না হবার দোষ সন্ধানে লিপ্ত হলেন।
অথচ আপনার চিন্তাটাই যে বিরাট ভুল ছিল, তা-ই দেখলেন না।
তিনিই আমাদের প্রেম-বন্ধন লিখে রেখেছেন।
জন্মের বহুকাল পূর্বেই জীবনসাথি নির্ধারণ করেছেন।
তাহলে স্রষ্টার নির্ধারিত জীবন-সাথি বাদে আপন-পছন্দের মানুষটিকেই পাবেন, আপনার পছন্দের জয় হবে, ভাবনাটি মাথায় এলো কোথা থেকে! কার সাথে আপনার জীবন-সংগ্রাম লেখা, তিনিই ভালো জানেন। তিনিই লিখে দিয়েছেন।[১] তাহলে আপনি কেন নিজস্ব পছন্দে ভুল চিন্তায় মগ্ন হলেন! চিন্তার পরিবর্তন চাই।

---

১. সুরা নাবা, আয়াত : ৮

সমালোচনা

নবীন একজন উদ্যোক্তা।
মনটা তার বেজায় মরা। উদাস ব্যাকুল।
তিনি একটি কর্ম হাতে নিয়েছেন।
ভাগ্য তার সঙ্গ দিচ্ছে না। শুধুই ব্যর্থতা।
সফলতার দেখা কিছুতেই মিলছে না।
প্রতিবেশী এবং নিকটস্থ সকলেই তার সমালোচনায় লিপ্ত।
সমালোচার দরুন সে ভীষণভাবে পিড়িত।
প্রতিবাদও করেন মাঝেমধ্যে।
একদিন বিজ্ঞ একজনের শরণাপন্ন হলেন।
আপন ব্যর্থতার গল্প শোনালেন।
বিজ্ঞজন বললেন—সমালোচনা!
সমালোচনা এক স্রোতধারা জলের মতো। এ প্রান্ত গড়িয়ে অন্য প্রান্তে মিশে যায়। স্রোতধারায় ভাসতে থাকে। সেই সমালোচনার স্রোতধারায় গা ভাসাতে নেই। যারাই সমালোচনাকে পিছু ফেলে একনিষ্ঠতার সাথে সাধনা করে গেছেন, সফলতা একদিন তাদের জীবনেই ধরা দিয়েছে। কেউ সমালোচনা করলে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করার নাম জবাব নয়; বরং সে যে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করেছে, তার সমালোচনাকৃত বিষয়টিতে সফলতা এনে দেবার নামই উত্তম জবাব। পৃথিবীর ইতিহাসে সমালোচনা থাকবেই, সফলতাই সমালোচনার জবাব দেবে। তাই সমালোচকদের সমালোচনার প্রতিবাদ করার চিন্তা পরিবর্তন চাই।

খেলাফত

আরবে তখন খেলাফতকাল। সোনালি যুগ। বিধর্মী এক বেদুইন শহরে এলো। তার পুরাতন অভ্যাসেই সাত-পাঁচ মিথ্যা রটিয়ে ব্যবসা এবং জীবনধারণ আরম্ভ করল। সোনার শহরে সে ধোঁকাবাজির ব্যবসায় ভালোই লাভবান হলো। কিন্তু ভাগ্য! মিথ্যা একদিন প্রকাশিত হয়ে গেল। কদিনের মধ্যেই তার আসলিয়াত প্রকাশ পেল। আটক করে নিয়ে যাওয়া হলো মুসলমান কাজির নিকট। কাজি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—এ রকম দুই নম্বরি সব কারবার করলে কেন?

অমুসলিম বেদুইন জবাব দিলো—আমার শহরে সবাই এমনভাবেই চলে। দুই নম্বরি, মিথ্যা, ছলচাতুরী, এভাবেই ব্যবসা করে। ভাবলাম এখানেও তা-ই হবে। সেজন্য এখানে এসে সেভাবেই ব্যবসা করতে লাগলাম।

অমুসলিম বেদুইনকে জড়িমানা ধরে কাজি সাহেব বললেন—এটা কুরআনি সমাজ। এখানে কেউ মিথ্যা বলে না। দুই নম্বরি ব্যবসা করে না। ছালচাতুরি করার ভাবনাও মাথায় আনতে পারে না। তোমার এই গর্হিত চিন্তার পরিবর্তন করো। নয়তো পরিবর্তী সময়ে তোমার কঠিন শাস্তিরোধে কেউ বাধাদান করবে না। ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করা হবে।

—আরবি কিতাব থেকে অনূদিত

গণতন্ত্র

একদল মানুষের নিশ্ছিদ্র ভাবনা,
গণতন্ত্রের ধারায় ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠাকরণ।
গণতন্ত্র হলো 'গণ জনতার সামর্থন।'
অধিক মানুষ যে বিষয়ের প্রতি সাক্ষ্য দেবে, সে বিষয়টিই গ্রহণযোগ্যতা পাবে। যাকে বলা হয় 'ভোটাধিকার'। প্রত্যেকেই এখানে সমান হকদার। জ্ঞানী আর মূর্খ নয়, আলেম তথা জাহেল, নারীপুরুষ সকলেই একটি করে সাক্ষ্য দিতে পারবে এবং সেই সাক্ষীর ভিত্তিতে বিচার কার্য ধারণ করা হবে।
অথচ ইসলামি বিধানে জ্ঞানী, আলেম এবং শিক্ষিতদের সাক্ষ্য অন্যদের থেকে অধিক গ্রহণযোগ্যতা পাবে। কারণ, ওনারা সম্মানিত।
গণতন্ত্রের ধারায় গণজোয়ারে ক্ষমতায় গেল কেউ। তিন মাস পর সংসদ বসল। ছয় মাস বাদে আবদার রাখার তালিকা এলো। রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট ইসলামের একটি বিধান পাস হলো। পার্লামেন্টের অধিকজনে ইসলাম চাইল। সেই বিধানের কিছু অংশ বাস্তবায়ন করতে পাঁচ বছর কেটে গেল। পরেরবার আবার গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে সরকার স্থাপন হলো। ভিন্ন সরকার গিয়ে পূর্বের সব নীতি পরিবর্তন করে দিলো। পরিবর্তন করবে এটাই স্বাভাবিক। জনগণ যা চাইবে তা-ই হবে।
এই ঘোলাটে নীতি নিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিধান কুরআন প্রতিষ্ঠা কীভাবে হবে? এটি ভুল চিন্তা। অতীতে কেউ পারেনি। সাদ্দাম, মুরসি, গাদ্দাফি, এরদোগান, ইমরান, কেউ নয়। গণতন্ত্রের নীতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা একটি স্বপ্ন মাত্র। এই স্বপ্ন-চিন্তার পরিবর্তন চাই।

বিয়ে

ভাই!
জি।
আমি বিয়ে করেছি।
ভালো তো।
ভালো নাই ভাই।
কেন!
সংসারজীবনে বিরাট অশান্তিতে আছি।
এমনটি হবার তো কথা নয়।
কিন্তু হয়েছে। আপনি বলেছিলেন, সংসার মানেই সুখ। শান্তি। সমৃদ্ধি। কিন্তু এখন আমার জীবনে অশান্তি। যায় যায় অবস্থা।

সংসারজীবনে যে শান্তি—কথাটি আমি বলিনি। কুরআন বলেছে। হাদিস বলেছে। আপনি কুরআনের নীতি অনুসারে সংসারজীবন পরিচালনা করেন? ইসলামে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেভাবে নিজেদের রাখেন? মাথা নিচু করে আছেন কেন? লোক দেখানো সামাজিক নিয়মে সংসার করবেন আর শান্তি খুঁজবেন ইসলামি বিধানের! ব্যাপারটি এমন হলো না যে, আপনি পুকুর খুদাই করেছেন। তাতে পুঁটিমাছ ছেড়ে বোয়াল মাছের আশা করছেন? ইসলামি বিধানের প্রতিকূলে হেঁটে সংসারজীবনের সুখের চিন্তার পরির্তন করুন!